বিতর্কে-তর্কে মহাদেবী

তরুণ সান্যাল

ঘাঘরা পরা বিদেশিনী বলেছিলেন দীনেশ সেন মশায়,
তা বেশ যা হাঁটুতক শাড়ি নেই ঊর্ধাঙ্গে কাঁচুলি
সেই কৃষ্ণা বাঙালিনি শালোয়ার শার্ট - স্কার্ট - অধুনা সামলায়
যিনি রাইকিশোরী, ভাবো তো সারথী পার্থর ভদ্রা, উড়ছে ধূলি,
গোড়ার যোজন ক্ষুরে নেমীমূলে ঘাঘরা না দুকুলে,
যাচ্ছো যাচ্ছো, বনদুর্গা না পার্বতী পাখপাখালিময় শামলা গাঙে
কত - কত ঢেউয়ে বাসা, বক হরিয়াল, বা বকফুল চুলে
চলেছে আকাশলক্ষ্মী প্রথম উড়ানে, নীলে ডানা রাঙে
হঠাৎই -যে পাকা ডালিম ফেটে রাঙা দিগন্ত বিস্ফার,
তুমি আমার মধ্যে কতদিন ঘুমে অচৈতন্য ছিলে
আমিও তোমার মধ্যে শুয়েছিলাম ঘন আঠালো আন্ধার
কিংবা ঠোঁটে রক্ত লেগে লোনা হলে বিশদ পাটকিলে
তারপর দু-জনেই এক বয়সের নদী পার হয়ে দশভাষিতে জুটি
ঐতো চরণ চক্র পায়ে পরোই না বরং ফিতেয় শক্ত জুতো পরা
বা নইলে ঐ মহাকাশে কি করে ঠোক্কর দেবে কীচক বস্তুটি
আর তুমিও নদী পেরোও জাঙ্গাল ছেড়েও দূর কান্তার অঘরা,
না তোমার দেশ - গাঁ নেই মহুয়া মলুয়া নেই নও কঙ্কাবতী কিংবা হষ্টি,
ঘাঘরা পরা যিনি হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থে বাঁধেননি তো বেণী যাজ্ঞসেনী
সেই ভারতীয়াকে ভাবো আমি নয় প্রান্তবাসী বাঙাল বা ঘটি
ঘৃতকুমারী হিঞ্চে শাক খাই দু বেলা মাথা নাচাই সঙ্গিনী দেখেনি

ভালোবাসি যে বৌটিকে কবিদেরতো শরীরিণী শুধু যুবতীই
তেমনটি হলোনা বলে ঘাঘরা শাড়ি শার্ট পরমপ্রিয়
ভাঁজে ভাঁজে চন্দন বা গন্ধরাজ - যুঁই বেলি দেহ সুরভি নিই
এমন - যে ঢঙী গঙ্গা তারও পানি আপোহিষ্টা অমিয়

কি হাওয়া মলয়াবতী মলয় পর্বত হেনে অপাঙ্গে বিমুৎ
লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে দূরপীর - পঞ্চালের বরফ ঠেকাই জিবে
ত্বকে খেলতে থাকে পঞ্চভূত।।

তিনে নেত্র

শ্যামল জানা

১ নিষিদ্ধপাড়া

ক্যারামবোর্ডের ঘুঁটির মতো কোলাহল।
সাদা-কালো প্রতিপক্ষ।
পকেটে পকেটে নৈশপ্রহরী।
তবুও ঘন্টায় ঘন্টায়, দুর্গাপ্রতিমার মতো
ভাসান হয়ে যাচ্ছে একটা করে রেড।

২ অবৈধ

দুপুরের আলুথালু বৌদির মতো নৈঃশব্দ।
তুপি চুপি একটি ছায়া এসে ঢুকে পড়ছে তার ভেতর
সেই ছায়ার তলায়— একটি লোমশ হাত
দীর্ঘদিন পড়ে থাকা একটা হাতপাখার মতো
তুলে নিচ্ছে তাকে। ঘোরাচ্ছে ইচ্ছেমতো।

আর, তার গায়ে ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু হাওয়া।

৩ জারজ

ওপরে - হাটখোলা চাঁদ।
দুদ্দাড় করে ওর ভেতরে ঢুকে পড়ছে রঙিন হাওয়া।
নিচে— ভেজা-পিছল-সাদা জ্যোৎস্না
তাতে পা পিছলে, ওই দ্যাখো— পড়ছে তো পড়ছেই
তোমার পিতৃ-পরিচয়।